সিলভার স্ক্রীন প্রোডাকসন্সের

প্রশান্ত ব্যানার্জীর প্রযোজনায়
সিলভার স্ক্রীন প্রডাকসন্-এর

অশান্ত ঘূর্ণি

পরিচালনা :
পিনাকী মুখার্জী

সঙ্গীত
রাজেন সরকার

[বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

কাহিনী সংগঠন, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : অজয় মিত্র
শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী, মৃণাল গুহঠাকুরতা, অতুল চ্যাটার্জী।
সম্পাদনা : রবীন দাস
শিল্পনির্দেশনা : বটু সেন
রূপসজ্জা : নৃপেন চ্যাটার্জী
ব্যবস্থাপনা : প্রশান্ত ব্যানার্জী
পটশিল্পে : কবি দাশগুপ্ত
সাজসজ্জা : আর্ট ড্রেসার

স্থির-চিত্রে : এড্‌না লরেঞ্জ
গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
কণ্ঠ-সংগীত : হেমন্ত মুখার্জী, মানবেন্দ্র মুখার্জী
যন্ত্র-সংগীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা
প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিত কুমার মিত্র।
শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী
পরিচয়-লিপি : রতন বরাট
প্রচার-কার্যে : নির-আর্ট গোরাচাঁদ রায়, স্লাইড্‌কো

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : বিবেক বক্‌সী, সুমন্ত্র চ্যাটার্জী ॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ, সুনীল রায় ॥ চিত্রগ্রহণ : আশু দত্ত, শান্তি গুহ
সম্পাদনা : বিদ্যুৎ মুখার্জী ॥ ব্যবস্থাপনা : স্‌রেন ॥ সংগীত : শৈলেশ রায় ॥ প্রচারে : পিণ্টু দত্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডাঃ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুহাস সেন ॥ উপেন্দ্রনাথ দত্ত (এ্যাড্‌ভোকেট) ॥ পি, এন, বোস (এ্যাড্‌ভোকেট) ॥ বেঙ্গল কেমিক্যাল ॥ কমলালয় ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ ॥ মেট্রোপলিটন নার্সিং হোম ॥ বি, সরকার (জহুরী) ॥ সারদা জনকল্যাণ সংসদ (উত্তরপাড়া) ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী (উত্তরপাড়া) ॥ মোহরবাবু (দি আর্মারী) ॥ দেবেন্দ্র নাথ পাল এণ্ড কোং ও পুলিন চন্দ্র পাল।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

॥ পরিবেশক ॥

মুভীউইন ও মিতালী ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ।

কাহিনী

সুরশিল্পী রবীনের সংসার তার স্ত্রী দীপা আর কন্যা বুবুকে কেন্দ্র করে। মধ্যবিত্ত জীবন, আশাও মধ্যবিত্ত। ধন নয়, জন নয়, ধরণীর এক কোণে ছোট একটি বাসা।

পরিমিত সামর্থ, কিন্তু স্বপ্ন দেখার শেষ নেই। জীবন বীমা পত্রের সাহায্যে কিছু অর্থের সংস্থান হ'তে পারে। তিল কুড়িয়ে তালের মতন, একটু একটু করে শ্রমের ইট গেঁথে গেঁথে পরিতৃপ্তির একটা আস্তানা গড়ে তুলতে হবে।

রবীন বীমাপত্র নিয়ে চৌধুরী ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানীর অফিসে গিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু সেখানে সাহায্যের পরিবর্তে একরাশ শঙ্কিত, কৌতূহলী দৃষ্টির সাক্ষাৎ মিলল। এক একজন এক এক অজুহাতে তাকে সরিয়ে সরিয়ে ম্যানেজারের কামরার মধ্যে পাঠিয়ে দিল। তারপরই লালবাজার থেকে পুলিশের কর্তারা এসে দাঁড়ালেন রবীনের দু'পাশে। ক্লান্ত, হতভম্ব, নির্জীব সুরশিল্পীকে নিয়ে অদ্ভুত এক রহস্যের খেলা শুরু হ'ল। প্রথমে এক জুয়েলারির দোকান, সেখান থেকে টেনে হিঁচড়ে এক ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স-এ, দু' জায়গাতেই কর্মচারীরা রবীনকে সনাক্ত করল রাহাজানির আসামীরূপে। দুষ্টগ্রহের

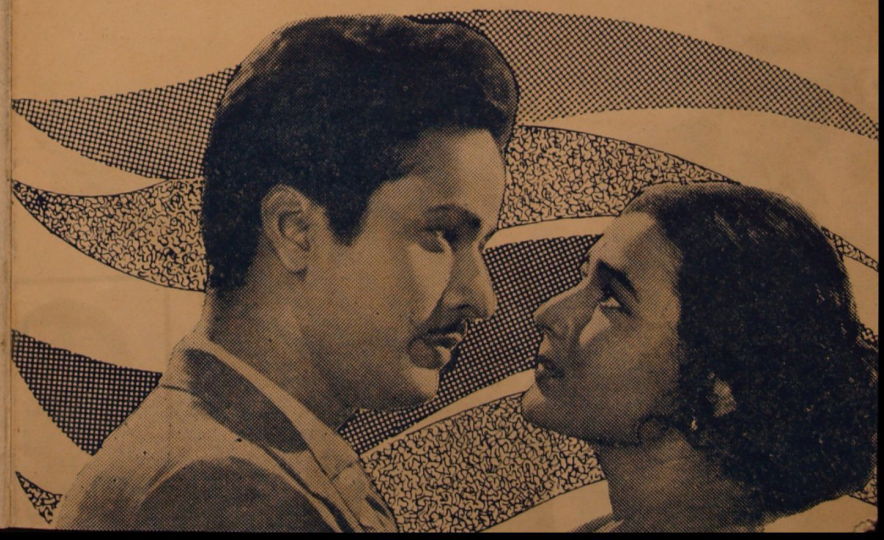

প্রাণপণ প্রয়াস নিষ্ফল, বন্ধ্যা। [illegible] মস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। বন্ধু প্রবীর, বাড়ীওয়ালা পশুপতিবাবুর

এমনই এক সর্বনাশা মুহূর্তে দীপার মনে পড়ে গেল দাদার [illegible] র অজয় গুপ্তর কথা। এক সময়ে অজয় দীপার সান্নিধ্য কামনা করেছিল, প্রেমের দীপ জ্বালিয়ে আরতি করেছিল তাকে, কিন্তু দীপা অজয়কে প্রত্যা[illegible] করে সম্পদহীন রবীনকে আশ্রয় করেছিল। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে যখন দীপা চিন্তিত তখন প্রবীর এগিয়ে এল। উপায় নেই, লৌহগরাদের অন্তরালে একটা নির্জীব সত্বাকে বাঁচাতে হ'লে বিচক্ষণ ব্যবহারজীবির পরামর্শের প্রয়োজন। দীপা অজয়ের শরণ নিল।

দেখা গেল রাহাজানির দিনগুলোতে রবীন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দীঘার সি-সাইড হোটেলে ছিল। হোটেলের খাতা থেকে বহুকষ্টে দু'জন সতীর্থের নাম ঠিকানা যোগাড় করা হ'ল। কিন্তু বিধি বাদী। অনুসন্ধান করে দেখা গেল, একজন সতীর্থ সুদূর ব্রহ্মদেশে। অন্যজন পরলোকে। রবীনের আঁকড়ে ধরার শেষ অবলম্বনটুকুও খসে গেল। ব্যারিস্টার অজয় গুপ্তও বিপদ গণলেন।

দীপার নিদ্রাহীন রাত কাটে। চোখের জলে উপাধান ভেজে। পথে ঘাটে বিদ্রূপ, কটূক্তি। স্কুলের মেয়েরা বুবুকে অপমান করে চোরের মেয়ে বলে। আর পারে না, আর সহ্য করতে পারে না দীপা। সর্বসহনশীলা ধরিত্রীও বুঝি এত আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যায়।

একদিন চরম আঘাত এল। উদ্বিগ্ন পশুপতিবাবু কথাচ্ছলে প্রবীরকে বলেই ফেললেন, এ অপরাধের শাস্তির মেয়াদের কথা। সাত বছর। সাত সাতটা বছর পাথর ভাঙবে রবীন, সংসার থেকে, দীপা-বুবুর জীবন থেকে সরে থাকবে। সেই শোকে দীপার বুক ভেঙে গেল। সে মানসিক স্থৈর্য হারাল।

তারপর লৌহগরাদের অন্তরালে রবীনের দুঃসহ জীবনের তালে তালে, মেণ্টাল হোমের ডক্টর মল্লিকের পরিচর্যায় দীপার শকথেরাপীর ক্লান্তিকর দিন কাটে। সংশয় থেকে শঙ্কা, শঙ্কা থেকে অবসাদ। মাঝে মাঝে মনে হয় রবীনের গোটা সংসার বুঝি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

হঠাৎ মেঘমুক্ত হল আকাশ। রবীনের জীবন শনির প্রকোপ থেকে অব্যাহতি পেল। ধ্বংসোন্মুখ সংসার আবার নতুন আশায়, নতুন উদ্দিপনায়, নতুন সঞ্জিবনী মন্ত্রে জেগে উঠল রবীন, দীপা আর বুবুকে ঘিরে।

রবীনের কলঙ্ক মোচনের এই রহস্য কি ভাবে সম্ভব হল, তারই অপূর্ব রূপায়ণ দেখুন রূপালী পর্দায়।

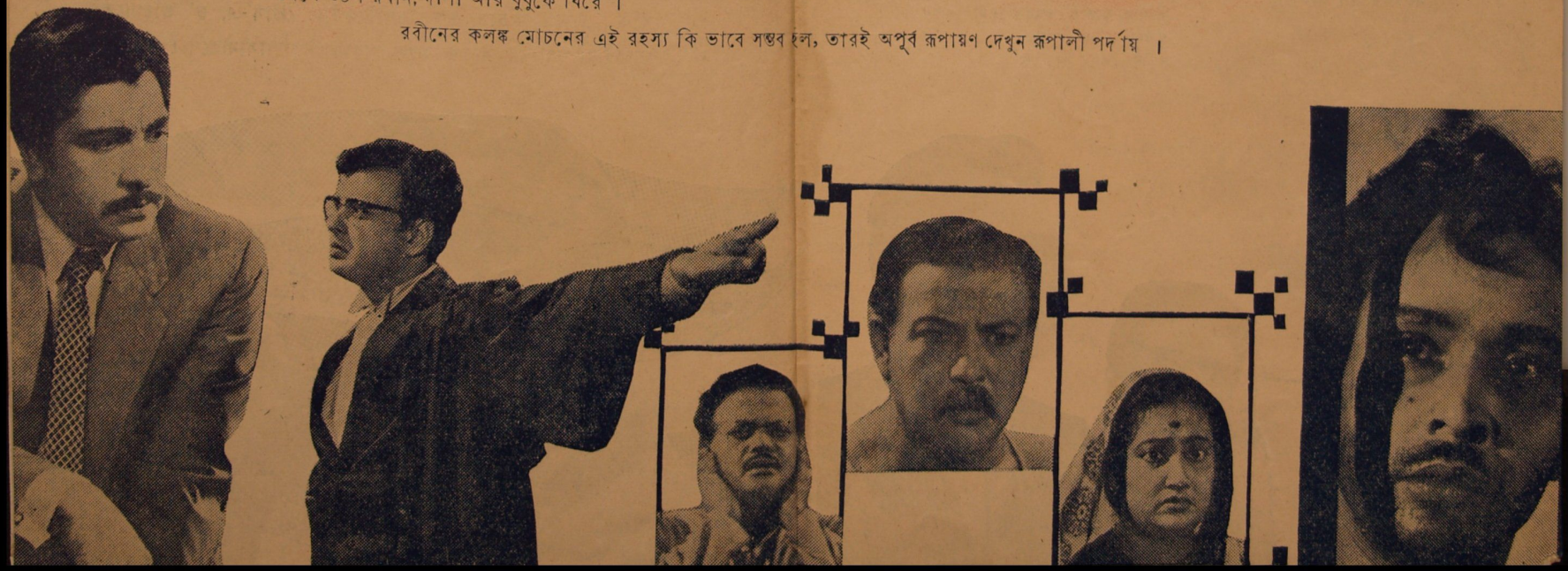

সঙ্গীত

॥ ১ ॥

আমার নতুন গানের জন্মতিথি এলো,
বাঁশী বাজো, বীণা বাজো ।
তুমি কথার মালা কণ্ঠে নিয়ে সাজো,
বাঁশী বাজো বীণা বাজো ॥

আমায় আরো অনেক ভালোবেসে,
স্বপ্ন তুমি দাঁড়াও কাছে এসে ।
লেখো নতুন নতুন সুরের স্বরলিপি,
লেখোনি যা তুমি আজো ॥

ভাবের নেশায় মাতাল হলো শিল্পী আমার মন,
ভালো লাগার রইলো নিমন্ত্রণ ।
সাথী তোমার শুভ আশা আনো,
ছন্দ দোলায় আমায় আরো জানো ।
এসো আমার প্রাণের গানের সভাতলে,
নব রাগে তুমি রাজো ॥

॥ ২ ॥

লজ্জায় থরো থরো থরো থরো দৃষ্টি,
মিষ্টিগো মিষ্টিগো ।
সন্ধ্যায় ঝরো ঝরো ঝরো ঝরো বৃষ্টি,
মিষ্টিগো মিষ্টিগো ॥

এ মায়া এ আলোছায়া,
জানিনা কেমনে হয় সৃষ্টি ॥

ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি বকুলেরা ঝরে পড়ে
টুপটাপ টুপটাপ,
নিরিবিলি এ লগনে একা একা ভাবে মনে
চুপচাপ চুপচাপ ।

এ আশা এ ভালবাসা,
জাননা কেমনে হয় সৃষ্টি ॥

স্বপ্নের কিছু কথা, কিছু কিছু কাব্য,
ভাববো কি, ভাববো কি ?
ছন্দেতে কিছু বলা, কিছু কিছু শ্রাব্য,
ভাববো কি, ভাববো কি ?
ঝিরিঝিরি ঝাউবনে বাতাসের ঝুমঝুমি
ঝুনঝুন্ ঝুনঝুন্ ।
শিরীষের কুঞ্জেতে ভোমরার দুষ্টুমী গুণ গুণ ।
এ কথা, এ চপলতা,
জানিনা কেমনে হয় সৃষ্টি ॥

॥ ভূমিকায় ॥

অনিল চ্যাটার্জী ॥ দিলীপ মুখার্জী ॥ জীবেন বোস

দীপক মুখার্জী ॥ প্রশান্তকুমার ॥ জহর রায় ॥ অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী (অতিথি) ॥ নীতিশ মুখার্জী

শ্যাম লাহা ॥ সুখেন দাস ॥ মনিশ্রীমানী ॥ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ॥ লোচন দে

কেষ্ট দাস ॥ বিমান ব্যানার্জী ॥ আশীষ ॥ মিণ্টু ॥ শিবু ॥ করুণ

শ্যামসুন্দর ॥ শ্রীপতি ॥ শঙ্কর ॥ বিশু ॥ গোপাল

সাধন ॥ সুহাস সেন ॥ ল্যাসি (কুকুর)

রেনুকা রায় ॥ গীতা দে ॥ প্রিয়া

কৃষ্ণকলি মণ্ডল এবং নবাগতা

জ্যোৎস্না বিশ্বাস

॥ প্রস্তুতির পথে ॥

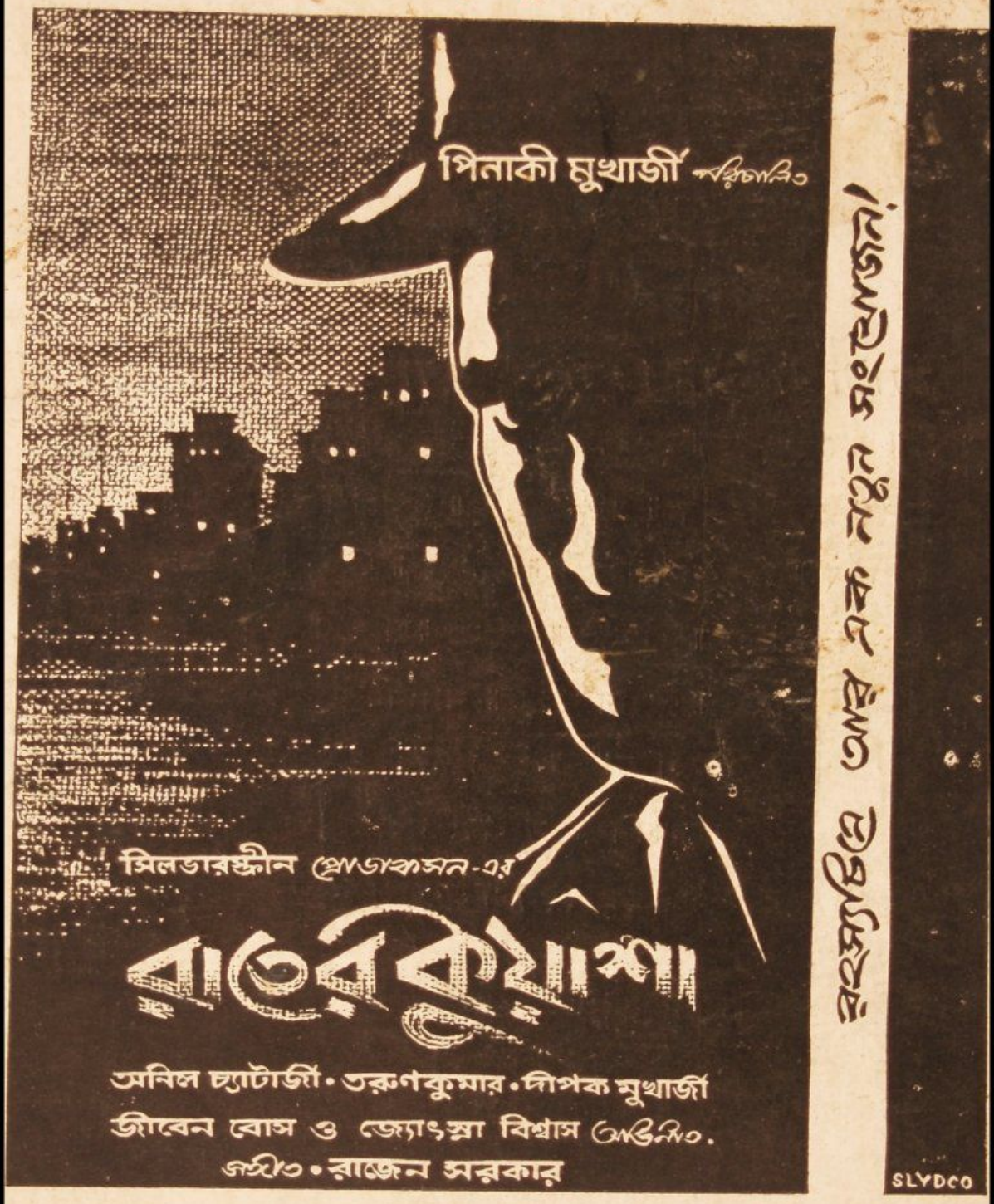

॥ মুভীউইন পরিবেশিত ॥

মুভীউইনের পক্ষে রঞ্জিত কুমার মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
কিরণ প্রিন্টার্স হাওড়া হইতে মুদ্রিত।